দৈনিক
ইত্তেফাক

11 MAY 2013

তারিখ ... 15 MAY 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২ ...

মানসম্পন্ন কলেজ সঙ্কট

■ নিজামুল হক

এসএসসি উত্তীর্ণদের সামনে এখন নতুন চ্যালেঞ্জ ভালো কলেজে ভর্তি হওয়া। শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মতে, ভালো কলেজে ভর্তি হলে ভালো ফল পাওয়া যায়। এ কারণে যে কোন মূল্যে ভালো কলেজে ভর্তি হতে হবে। কিন্তু ভালো কলেজের সংকট দীর্ঘদিন থেকেই।

রাজধানীসহ দেশের সেরা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যারা ভর্তির সুযোগ পাবে তাদেরও তীব্র প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে হবে। এ নিয়ে চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে শিক্ষার্থীরা। দেশে যে সংখ্যক ভালো স্কুল রয়েছে তার এক দশমাংশও ভালো কলেজ নেই। তবু আসার কথা কোন আসন সংকট নেই। সব শিক্ষার্থী ভর্তি হবার পরও আসন খালি থাকবে।

রাজধানীর মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ এক শিক্ষার্থীর অভিভাবক বলেন, ভিকারুননিসা, আইডিয়াল স্কুলের নিজস্ব কলেজ রয়েছে। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানটি নিজস্ব কোন কলেজ নেই। ফলে মনিপুরের মতো ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে জিপিএ-৫ পেয়ে ও ভালো কলেজে ভর্তি নিয়ে শঙ্কায় আছি। এই অভিভাবক বলেন, সরকার জিপিএ-৫ এর সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে, কিন্তু ভালো কলেজ সংখ্যায় বৃদ্ধি করেনি।

উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তি নিয়ে শঙ্কায় অভিভাবক-শিক্ষার্থী

তথ্য অনুযায়ী, এ বছর এসএসসি পরীক্ষায় পাস করেছে ১১ লাখ ৫৪ হাজার ৭৭৮ শিক্ষার্থী। এর মধ্যে এবছর ৮টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ড থেকে পাস করেছে ৮ লাখ ৮৫ হাজার ৮৯১ জন। এর মধ্যে ঢাকা বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছে ২৬ হাজার ৩৯০ জন। অপরদিকে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে পাস করেছে ১ লাখ ৯৭ হাজার ১৯৯ জন। এদের মধ্যে জিপিএ ৫ পেয়েছে ৯ হাজার ৬৭৩ জন। এছাড়া কারিগরি শিক্ষা বোর্ড থেকে পাস করেছে ৭১ হাজার ৬৬৮ জন। জিপিএ ৫ পেয়েছে ৪ হাজার ১৭২ জন। সারাদেশে একাদশ শ্রেণিতে আসন রয়েছে ১৫ লাখ। ফলে আসন নিয়ে কোন সংকট হবে না। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদও বলেছেন, আসন নিয়ে কোন সংকট নেই। তবে ভালো কলেজের সংকটের কথা তিনিও বিভিন্ন সময় সাংবাদিকদের বলেছেন।

শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের অভিযোগ, সরকার পাসের হার বাড়ানোর জন্য নানা পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। কিন্তু সরকারি-বেসরকারি কলেজগুলোর মান বাড়ানোর জন্য সরকার কোন পদক্ষেপ নেয়নি। বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) সর্বশেষ তথ্যমতে, সারাদেশে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিতে সরকারি-বেসরকারি ৩ হাজার ৪৭৫টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর মধ্যে ইন্টারমিডিয়েট কলেজ ১ হাজার ৯২৯টি, ডিগ্রী কলেজ ১ হাজার ২৭০টি, অনার্স কলেজ ১৭২টি, মাস্টার্স কলেজ ১০৫টি। তথ্য অনুযায়ী, সারাদেশে খ্যাতনামা কলেজের সংখ্যা মাত্র ১৭০ থেকে ১৮০টি। এই কলেজগুলোর মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৭১টি, চট্টগ্রাম বিভাগে ১৬টি, রাজশাহী বিভাগে ৫টি, খুলনা বিভাগে ১১টি, বরিশাল বিভাগে ১২টি, সিলেট বিভাগে ২২টি ও রংপুর বিভাগে রয়েছে ৩০টির মতো। ফলে যে সব শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে তারা সবাই মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারবে না।

এ বছর এসএসসি পরীক্ষায় সারাদেশের ১০টি বোর্ডে ৯১ হাজার ২২৬ জন শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে। এ সংখ্যা গতবারের চেয়ে ৯ হাজার ১৪ জন বেশি। এদের মধ্যে ঢাকা বোর্ডেই জিপিএ-৫ পেয়েছে ২৬ হাজার ৩৯০ জন। শুধু জিপিএ ৫ পাওয়া মেধাবীদের আসন করে দেয়ার মতো প্রতিষ্ঠান ঢাকা ও দেশের বড় শহরগুলোতে নেই। রাজধানীতে ভালো মানের প্রায় ১৫ থেকে ১৭টি কলেজে আসন আছে মাত্র ১২ থেকে ১৪ হাজার।

কোন কলেজে কত আসন : রাজধানীতে সর্বমোট ১৩৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিতে প্রায় ৪০ হাজার আসন রয়েছে। অথচ ঢাকা বোর্ডেই জিপিএ ৫ পেয়েছে ২৬ হাজার ৩০৯ জন।

এবার ঢাকার কলেজগুলোর মধ্যে ভালো মানের কলেজ হিসেবে খ্যাত ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজে ৯৯০, ঢাকা কমার্স কলেজে ৯০০, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজে ৬৫০, নটর ডেম কলেজে ২ হাজার ১৪০, ঢাকা কলেজে ১ হাজার ১০০, হলিক্রস কলেজে ৪৯০, সরকারি বিজ্ঞান কলেজে ৪৭৫, বদরুন্নেসা মহিলা কলেজে ৮২০, ঢাকা সিটি কলেজে ১ হাজার ১৮০, রাজউক উত্তরা মডেল কলেজে ৪৫৫টি, মতিঝিল মডেল হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজে ৪৩২, ঢাকা বিজ্ঞান কলেজে ৩৭০, বিএএফ শাহীন কলেজে ৬০৬, তেঁজগাও কলেজে ৪০২, শেখ বোরহানউদ্দিন কলেজে ১৯৯, রাইফেলস পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজে ৫৬৫, অগ্রণী স্কুল অ্যান্ড কলেজে ১৯৮, সরকারি গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজে ১৪০, লালমাটিয়া মহিলা কলেজে ৬১৫, সরকারি বাঙলা কলেজে ৯৭২, মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজে ২০৯, সেন্ট যোসেফ স্কুল অ্যান্ড কলেজে ৩৪, নিউ মডেল ডিগ্রি কলেজে ২১৪, ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুল অ্যান্ড কলেজে ৬০, সিদ্ধেশ্বরী কলেজে ৬৭১, সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজে ৫৫১, শেরেবাংলা বালিকা স্কুল অ্যান্ড কলেজে ৩০৯, সরকারি সোহরাওয়ার্দী কলেজে ১ হাজার ৪৮৫টি।